লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, রবিবার, ২৬ নভেম্বর ২০১৭
Port Blair•Sunday•November 26, 2017
Arthik Lipi, Page 3

বিশ্ব বাংলার পর এবার ঘাসফুল প্রতীকেও অভিষেক যোগের অভিযোগ

হলফনামা তুলে ধরে মমতার বিরুদ্ধে অন্যায় কাজকে সমর্থন করার অভিযোগ মুকুলের

স্টাফ রিপোর্টার: বিশ্ব বাংলা বিতর্কে ভাইপোকে ঢাল করেই এবার সরাসরি তৃণমূল নেত্রীকে নিশানা করলেন মুকুল রায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলফনামা তুলে ধরে শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন একদা তৃণমূলেরই 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড'। এদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়,দিলীপ ঘোষ আর বাবুল সুপ্রিয়কে পাশে বসিয়ে ফের বোমা ফাটালেন মুকুল রায়। এর আগে শুধুমাত্র বিশ্ব বাংলা আর জাগো বাংলা নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়ালেও শনিবার তৃণমূলের প্রতীকের পাশাপাশি মা-মাটি মানুষের মালিকানার সঙ্গেও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে ফের আরও একবার তুলোধনা করলেন মুকুল রায়। শনিবার মুরলীধর সেন লেনে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে মুকুল রায়ের বক্তব্য,'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের হলফনামাতেই বলেছেন, সে নিজে কিছু করেনি। সব কিছুই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়েই এই কাজকর্ম করেছেন। যা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে সব জানিয়েই।' ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে কোনও মন্তব্য না করতে মুকুল রায়কে নিষেধ করেছে আলিপুরদুয়ার আদালত। তবে শনিবার কার্যত

সেই আদেশকে তোয়াক্কা না করেই ফের দাবি করেছেন 'বিশ্ব বাংলা' ও 'জাগো বাংলা'র মালিকানা অভিষেকেরই। তবে এখানেই শেষ নয়।

এদিন আক্রমণের পারদ চড়িয়ে মুকুল রায়ের আরও অভিযোগ,'মা-মাটি-মানুষে'র ট্রেড মার্কও তৃণমূলের নামে নয়। এটা আমার অভিযোগ নয়। নথি এসব কথা বলছে। এমনকী তৃণমূলের সাধের প্রতীক ঘাসফুল প্রতীকেও দখলদারি নিতে চেয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।' নিজের বক্তব্যে অনড় থেকে মুকুলের দাবি, ১০ নভেম্বর অভিযোগ করার পর ১৩ নভেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন তুলে নিতে চান। বিশ্ব বাংলা নিয়ে রাজ্য সরকারের দুই আমলা স্বরাষ্ট্র সচিব অত্রি ভট্টাচার্য্য ও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরের সচিব রাজীব সিনহার বক্তব্যকে হাতিয়ার করে এদিন কার্যত রাজ্য সরকারকে পাল্টা প্রশ্ন তুলে দেন মুকুল রায়। তাঁর বক্তব্য, 'সরকারই বলছে এটা মেলাফাইড ইনটেনশন, অর্থাৎ অসৎ উদ্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজ করেছেন। তা সরকারি নথিতেই বলা হয়েছে। এই ধরনের অন্যায় অন্য কেউ করলে তাকে সেন্ট্রাল জেলে থাকতে হত।

তাহলে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরকার এখন চুপ কেন?' তবে এখানেই শেষ নয়। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীকেই নিশানা করা নয়, এদিন কার্যত রাজ্য সরকারকেই তুলোধনা করেন মুকুল রায়। রাজ্যের বিজেপি নেতা-নেত্রীদের ফোনে আড়িপাতা হচ্ছে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন সদ্য তৃণমূল ত্যাগী এই বিজেপি নেতা। তাঁর বক্তব্য,'বিজেপি নেতাদের ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে। আমি এই নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলাম। সরকারের তরফে ৯ জন উকিলের কাছে বিচারপতি বলেছিলেন সাদা কাগজে লিখে দিতে কোনও ফোনে আড়িপাতা হচ্ছে না। সরকারের তরফে কেউ তা লিখতে সাহস পায়নি। সরকারকে একমাসের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।' এমনকী মুকুলের অভিযোগ, পরিস্থিতি এমন যে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরাও এখন ফোনে কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যের মন্ত্রীরাও এখন হোয়াটস অ্যাপ কল করে কথা বলছেন। অথবা হোয়াটস অ্যাপে কথা বলেন। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে অশুভ।' রানি রাসমণির জনসভা থেকে চিটফান্ডের সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জড়িয়ে একাধিক অভিযোগ তোলেন মুকুল রায়। শনিবারও একইভাবে বিভিন্ন কাগজ ও নথি দেখিয়ে ফের পার্থ'র চিটফান্ড যোগের কথা তুলে ধরেন।

তৃণমূলের মহাসচিবকে মুকুলের কটাক্ষ,'হয়ত বাচ্চা ছেলে বলে এই কাজ করেছে। বয়স হলে এরকম করতেন না।' তবে এখানেই শেষ নয়। আগামীদিনে শাসকদলের এক বিধায়কের ছেলের ভিডিও দেখাবেন বলেও দাবি করেন মুকুল রায়। ওই ভিডিওতে বিধায়ক নিজে খুন করেছেন বলে ছেলে স্বীকার করেছেন বলে দাবি মুকুলের।

কোন শিল্পপতিদের ভয় দেখানো হচ্ছে তালিকা দিন মুখ্যমন্ত্রী: অধীর চৌধুরি

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ থাকলেও, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের শিল্পপতিদের বাংলায় আসতে বাধা দিচ্ছে। একটি সংবাদ সংস্থার আলোচনা সভায় মোদী সরকারের বিরুদ্ধে এই বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী যাতে রাজ্যে বিনিয়োগ না করেন, তার জন্য শিল্পপতিদের রীতিমতো ভয় দেখান হচ্ছে বলেও দাবি করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর সেই অভিযোগকে হাতিয়ার করে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। পাশাপাশি শিল্প নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশেরও দাবি জানান অধীর চৌধুরি। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে মুখ্যমন্ত্রীর তোলা এই অভিযোগ নিয়েই অধীর চৌধুরির বক্তব্য,'বাংলায় কোন শিল্পপতিদের ভয় দেখিয়ে আসতে দেওয়া হচ্ছে না —তাদের নামের তালিকা দিলে আমরাও পার্লামেন্টে দাবি জানাতে পারব। সেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের নাম বলুন।' এই প্রথম নয়, এর আগেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিকবার বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে রাজ্যে শিল্প না আসার পিছনে আদপে শাসকদলের 'তোলাবাজি' কেই দায়ী করেছে বিরোধীরা। তবে শিল্পের ক্ষেত্রে কোনওভাবেই যে কোনও 'গুন্ডামী'কে রেওয়াত করা হবে না, একাধিক দলীয় ও প্রশাসনিক বৈঠকে এই বার্তাও দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়াতে শাসকদলের সেই 'তোলাবাজি'কেই কটাক্ষ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আরও বক্তব্য,'শিল্পপতিদের বলুন, বাংলায় দিদি আছে, সুতরাং কোনও ভয় নেই, সঙ্গে দিদির ভৈরব বাহিনীও আছে।' রাজ্যে বিনিয়োগ আনতে সম্প্রতি লন্ডন-স্কটল্যান্ডে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও একাধিকবার রাজ্যে বিনিয়োগ টানতে বিদেশেও গিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনেও, তবে বিরোধীদের অভিযোগ, ঘটা করে শিল্প সম্মেলন করলেও আখেরে রাজ্যে শিল্পের খরা আদৌ কাটেনি। মুখ্যমন্ত্রীর তোলা এই অভিযোগ আসলে বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল বলে মত অধীরের। তাঁর বক্তব্য,'দিদি তবে কী বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনে তেমন কোনও আশাই নেই?'

তবে রাজ্যের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে অধীর চৌধুরি বলেন, 'মোদীর বিরুদ্ধে আমরা একসঙ্গে লড়াই করব, সারা বাংলা লড়বে। কিন্তু আসল সত্যটা আমাদের জানার অধিকার আছে। জানান কোন শিল্পপতি? কোন শিল্প? মনে রাখবেন এই দেশ মোদী বা দিদির নয়।' তাঁর আরও সংযোজন, 'বাংলার শিল্প নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন।'

ভারতে প্রবেশ করা এবিটি জঙ্গি নিকেশে রাজ্য জুড়ে জোর তল্লাশি অভিযানে গোয়েন্দারা

স্বপন বিশ্বাস ওরফে তামিম

নয়ন গাজি ওরফে আরিফুল

উমর ফারুক ওরফে মাহি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীর দুই সদস্য সামসাদ ও রিয়াজ ধৃতদের জেরা করে মেলে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। বিস্ফোরক তৈরি থেকে শুরু করে রেইকি করার মতো নির্দিষ্ট কিছু কাজের দায়িত্ব নিয়েই ভারতে এসেছিল তারা। এবিটি-র মাশুলের নির্দেশে তারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আত্মপরিচয় গোপন করে ছিল দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর। শুধু তাই নয়, গোয়েন্দাদের মাথায় চিন্তার ছাপ ফেলেছে দুই জঙ্গির জবানবন্দিতে। তদন্তকারী আধিকারিকদের তারা জানিয়েছে, এমন প্রায় জনাত্রিশেক এবিটি সদস্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে এবিটি-র বিস্ফোরক সেলের সব দুর্ধর্ষ সদস্য। এবং এবিটি'র শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তারা অবলীলায় হত্যাও করতে পারে। সেই প্রশিক্ষণই তাদের দেওয়া হয়। এমনই তিন জঙ্গির নাম ও ছবি প্রকাশ করেছেন ডিসি (এসটিএফ) মুরলীধর শর্মা। এদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের ব্লগার হত্যাকারী এক কুখ্যাত জঙ্গি স্বপন বিশ্বাস ওরফে তামিম এবং এবিটি-র বিস্ফোরক সেলের সদস্য আফতাব ওরফে উমর ফারুক ওরফে মাহি। এছাড়া হাওড়ার ডবসন রোডের একটি হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে তামিমের আরও এক সহচরের ছবি পাওয়া গেছে। এবিটি-র সদস্য নয়ন গাজিও বাংলাদেশের 'মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল' বলে জানিয়েছেন ডিসি (এটিএফ) মুরলীধর শর্মা। ধৃতদের সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে বলে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এতদিন কলকাতা সহ শহরতলি ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আত্মগোপন করে নিজেদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছিল তারা। এরা প্রত্যেকেই দালালের মাধ্যমে দুই বাংলার সীমান্ত পার করে প্রবেশ করেছে ভারতে। কার্যত বিএসএফের সঙ্গে সঙ্গেই বসিরহাটের সীমান্তবর্তী হাসনাবাদ এলাকা, ঘোজাডাঙা সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল রেডারে রেখেছে এসটিএফের গোয়েন্দারা। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ধৃত দালাল শাহদাতকে দেখানো হচ্ছে দুই বাংলার জঙ্গি গোষ্ঠীর মাথায় থাকা নেতৃত্বদের সঙ্গে সঙ্গে সদস্যদের ছবি। শাহদাতের মতো সামান্য টাকার বিনিময়ে কারা সন্ত্রাসবাদীদের সীমান্ত পার করাচ্ছে এবং তাদের নাশকতামূলক কাজে মদত দিচ্ছে জানার চেষ্টায় ম্যারাথন জেরা করা হচ্ছে। পাওয়া গেছে সীমান্তবর্তী কিছু গোপন ডেরার সন্ধানও। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই কিছু খোলসা করতে বলতে চাননি এটিএফের শীর্ষ কর্তা। বসিরহাটের খোলাপোতা, বাজিতপুরের যেসব ঠিকানা জঙ্গিদের আধারকার্ড ও হোটেলের খাতায় পাওয়া গেছে, সেই সব জায়গায় ইতিমধ্যেই তল্লাশি চালিয়েছেন গোয়েন্দারা। পাশাপাশি শাহদাতের কাছ থেকে গত এক থেকে দেড় বছর কাদের সীমান্ত পার করিয়েছে তার তালিকা তৈরি করছে গোয়েন্দারা। সেই সঙ্গে তাদের বাংলাদেশের ঠিকানাও মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। এই হাই ভোল্টেজ তদন্ত প্রক্রিয়ায় কলকাতা পুলিশকে সমস্ত প্রকারের তথ্য দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশও।

এর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের তদন্তের গতিপথ নিয়ে খোঁজ খবর রাখছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এছাড়াও দুর্গাপুজোর দশমী পরবর্তী সময়ে গোটা শহর কলকাতা ও শহরতলির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও গোয়েন্দা সূত্রের খবর। কোন কোন জায়গায় ধৃত জঙ্গিরা ঘুরেছে তাই নিয়েও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা করা হচ্ছে। তদন্তের জন্য সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের তুখোড় আধিকারিকরা। হায়দরাবাদ, কর্নাটক, পুণে, রাঁচি, পাটনা শহরগুলিতে কোথায় কোথায় এবিটি-র ধৃত জঙ্গিরা বিচরণ করেছে সেই সব জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে সূত্র খুঁজতে তৎপর গোয়েন্দারা।

সোশ্যাল সাইটে ধর্ষণের ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার : প্রথমে ধর্ষণ তারপর সেই ছবি তুলে সোশ্যাল সাইটে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে প্রায় ছ'মাস ধরে নিয়মিত ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল দমদমের লালগড়ের বাসিন্দা বাপ্পা বেরা নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত। অভিযুক্তকে ধরতে অপারগ দমদম থানার পুলিশ। স্বভাবতই এই ঘটনায় দমদম থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

লেকটাউনের বাসিন্দা দমদম শেঠবাগানের একটি স্কুলের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী ওই নিগৃহীতা জানিয়েছে, ১৫ মে সে তার জন্মদিনে সোনালি হাজরা নামে এক বান্ধবীর সঙ্গে বাইরে ঘুরতে বের হয়। এরপর সেই

বান্ধবী লালগড়ের একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় তাকে। সেই ফ্ল্যাটে ফাঁদ পাতা আছে বুঝতে পারেনি নিগৃহীত তরুণী। ফ্ল্যাটে যেতেই সোনালি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে যায়।

এরপর বাপ্পা তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এক ঘণ্টা ধরে চলে শারীরিক নিপীড়ন। ধর্ষণের পর ছবিও তুলে রাখে সে। সেই ছবি সোশ্যাল সাইটে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে হুমকি দেয় বাপ্পা।

এরপর সেই ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ৯ থেকে ১০ বার নিগৃহীতার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে বাপ্পা, এমনটাই অভিযোগ তার।

এরপর গত সপ্তাহে নিগৃহীতার ছবি ভাইরাল করে দেয় বাপ্পা। তার বাড়িতেও চড়াও হয় সে। বুধবার বাবার সঙ্গে স্কুল থেকে মেয়েটি ফেরার পথে বাপ্পা তাদের উপর চড়াও হয়। নিগৃহীতার বাবাকে মারধর করে সে।

এরপর বৃহস্পতিবার রাতে দমদম থানায় অভিযোগ দায়ের করে নিগৃহীতার বাবা। ৩০৬ ও ৩০৭ ধারায় দায়ের হয় অভিযোগ। মেয়েটিকে শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্তকে ধরতে পারেনি দমদম থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাপ্পা একটি খুনের দায়ে অভিযুক্ত। ফেরার বাপ্পার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

যুব বিশ্বকাপের সমান নিরাপত্তা আইএসএলেও

স্টাফ রিপোর্টার : রবিবার যুবভারতীতে আইএসএলের ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে এটিকে ও এফসি পুনে সিটি এফসি। কলকাতায় এই মেগা ইভেন্ট ঘিরে যুব বিশ্বকাপের মতোই নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করতে চলেছে পুলিশ। তাই নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে বিধাননগর পুলিশ। সাংবাদিক সম্মেলনে বিধাননগর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "আইএসএলের কোনও ম্যাচেই জলের পাউচ নিয়ে দর্শকাসনে যাওয়া যাবে না। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে তৈরি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা না থাকে সেই দিকটিকেই আমরা নিশ্চিত করতে চাইছি। যে সব দর্শকরা খেলা দেখতে আসবেন তাদের যাতে স্টেডিয়ামে প্রবেশের সময় কোনও অসুবিধা না হয় সেই বিষয়েও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য বাকি খেলাগুলিতে ম্যাচ শুরুর দু' ঘন্টা আগে স্টেডিয়ামের গেট খোলা হবে।"

এছাড়াও আপাৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ফায়ার ব্রিগেড ও অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যুব বিশ্বকাপের সময় সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছিল। সেগুলি রক্ষা করার উপরেও নজর দিচ্ছে পুলিশ। হকারদের কোনওভাবেই মাঠের মধ্যে ও মাঠের বাইরে ঘোরাঘুরি করতে দেওয়া হবে না। সাধারণ বাস ছাড়াও ৬৫টি বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বারাসত, বারাকপুর, হাওড়া ও দক্ষিণ কলকাতাগামী বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। থাকছে উল্টোডাঙামুখী শাটেল ট্যাক্সির ব্যবস্থা। ফ্রি পার্কিং থাকছে। টিকিট ব্ল্যাক ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত গতিবিধি আটকাতে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে।

হরিণ মৃত্যুর ঘটনার পর এবার হরিণালয়ের দায়িত্ব পাচ্ছে জু অথরিটি

আকাশ বিশ্বাস

ইকোপার্কের হরিনালয়ের দায়িত্ব পেতে চলেছে জু অথরিটি। ইকোপার্কের ছয় নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকায় গত বছরই খুলে দেওয়া হয় হরিণালয়। বর্তমানে ওখানে প্রায় ৭০ টি বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ আছে। এতদিন এদের দেখভালের দায়িত্বে ছিল বন দফতরের কর্মীরা। বন দফতরের ওয়েস্ট ল্যান্ড বিভাগ ও হিডকো যৌথভাবে প্রায় ১২ একর জায়গায় এই হরিণগুলিকে সংরক্ষিত করেছে। এবার তা তুলে দেওয়া হচ্ছে জু অথরিটির হাতে। কারণ রাজ্যের চিড়িয়াখানা বিভাগের কর্মীদের আলাদা করে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে যাতে তারা পশু-পাখিদের সঠিক পরিচর্যা করতে পারে। হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেনের

বক্তব্য, ''আসলে আমাদের লক্ষ হরিণালয়ে থাকা হরিণগুলি সুস্থভাবে বেঁচে থাকুক। যাতে মানুষ এখানে এসে হরিণ দেখতে পারে। তাই এক্ষেত্রে বন দফতরের সিদ্ধান্ত তা আমরা মেনে নেব।

তাই এই হরিণালয়ের দায়িত্ব জু অথরিটিকে তুলে দেব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এই হরিণালয়ের মালিকানা যেহেতু হিডকোর হাতে, তাই প্রাথমিকভাবে জু অথরিটিকে জায়গাটির পরিচর্যা ও হরিণগুলির দেখভালের দেওয়া হবে। বাকি পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের দায়িত্বই থাকছে হিডকোর হাতেই। এই মর্মে হিডকোর সঙ্গে একটি চুক্তিও হতে চলেছে জু অথরিটির। যাতে বলা থাকবে শুধুমাত্র জায়গাটির দায়িত্ব দেওয়া হবে জু অথরিটিকে। তবে পুরপরিষেবা সংক্রান্ত দায়িত্বে থাকবে হিডকোই। আগামীদিনে এই হরিণালয় থেকে উপার্জিত অর্থের একভাগ পাবে হিডকো। এর আগে এই হরিনালয় তৈরি করতে জু অথরিটির কাছ থেকে সমস্ত ছাড়পত্র তুলে আনা হয়। পরিকাঠামোও তৈরি হয় গাইড লাইন মেনেই।

তবে সমস্ত পরিকাঠামো তৈরির পরও সম্প্রতি এই জায়গাতেই হরিণ মৃত্যুর ঘটনা ঘটায় আরও সচেতন হতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। সেই কারণেই প্রশিক্ষিত হাতে হরিণদের সুরক্ষার দায়িত্ব তুলে দিতে চাইছে হিডকো। বন দফতর সূত্রে খবর, আগামী ডিসেম্বর মাসেই এই জায়গার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে জু অথরিটিকে।

চাকরি করতে চাপ, তাতেই আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার: এক গৃহবধূর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় বাঁশদ্রোণী এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর, মাত্র নয় মাস আগে বিবাহিত সারদা পার্কের বাসিন্দা অনন্যা কোঙারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় শুক্রবার। সারদা পার্কে তাদের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছে মৃতার একটি সুইসাইড নোট। মৃতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় অর্ণব সাঁইকে। সূত্রের খবর, বিয়ের পর থেকেই অর্ণব সাঁইয়ের সঙ্গে গড়িয়ার ৭নম্বর সারদা পার্কের একটি ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করে অনন্যা। তবে তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। চাকরির জন্য অনন্যাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত বলে সুইসাইড নোটে লিখে রেখে গেছে সে। এদিন গলায় ওড়না জড়ানো ঝুলন্ত দেহ সকালে উঠেপ্রথম দেখতে পায় অর্ণবই। সেই ওড়না কেটে দেহ নিচে নামায় ও খবর দেয় অনন্যার বাবাকে। এইভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য অর্ণবের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মৃতার বাবা। এরপরেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।